কাজই মেধাবীদের পরিচয়

■ আবু আহমেদ

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ও ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ আমার অগ্রজ। প্রথমজন বেশ কয়েক বছরের, দ্বিতীয়জন এক বা দুই বছরের। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিভাগে পড়েছি, পরে একই বিভাগে চাকরি করেছি। তারা দুজন থাকেননি, প্রথম জন তখনকার কাঙ্ক্ষিত পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য হয়ে চলে গিয়েছিলেন, দ্বিতীয় জনও সেই একই পথ ধরেছিলেন। ড. ফরাসউদ্দিন ও ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ আমাদের দেশের এমন দুইজন জেষ্ঠ্য অর্থনীতিবিদ, তারা দুজনই অর্থনীতিকে চালিয়েছেন, আজো অর্থনীতির চালকদের আসন থেকে দিকনির্দেশনা দিয়ে চলেছেন। আমার কাছে শততই মনে হয়, তারা যখন অর্থনীতি সম্পর্কে কিছু বলেন, তখন ঠিকই বলেন। তাদের কথা গুরুত্বসহকারে শোনা উচিত। এর কারণ হলো, তারা অর্থনীতি শাস্ত্রে অনেক লেখাপড়া করেছেন। অর্থনীতি কীভাবে চলে, অর্থনীতির চলনগুলো কীভাবে কাজ করে, তা একেবারে চালকের আসন থেকে দেখেছেন। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনকে আমি ফরাস ভাই বলি। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কথা বলি। এমনিতে বয়সে যারা জেষ্ঠ, তাদের সঙ্গে বিনীতভাবে কথা বলা আমার অভ্যাস। অন্য কারণ হলো, যখন তার সঙ্গে আমার কথা হয়, তখন মনে হয়, আমি এমন এক অর্থনীতিবিদের সঙ্গে কথা বলছি, যিনি আমার থেকে অনেক বেশি জানেন। ফরাসউদ্দিন যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, তখন আমি তার কাছে কয়েকবার গিয়েছি। গিয়েছি নিজের প্রয়োজনে নয়; দেশের স্বার্থের পক্ষে কথা বলার জন্য। তখন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সংস্কারবিরোধী একটা অনড় অবস্থানে থাকার চেষ্টা করে চলেছিল, আমি স্টক এক্সচেঞ্জের সংস্কারগুলো কেন প্রয়োজন, সে সম্পর্কে কথা বলতে তার কাছে যেতাম। আমার বিশ্বাস ছিল, তার মতো প্রতিভাবান ব্যক্তি আমার কথা একটু শুনেই বুঝতে পারবেন। বাস্তবে হয়েছেও তাই। আমি বললাম, প্রস্তাবিত সিডিবিএলে স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর মালিকদের কিছুতেই মেজরিটি শেয়ার থাকতে পারবে না। বড়জোর স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর মালিকানার একটি ছোট অংশ থাকতে পারে। আমার উদ্দেশ্য ছিল এটি বোঝানো যে, সিডিবিএল ও স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর মালিকানা বেশি থাকলে এ প্রতিষ্ঠান বিশ্বাসযোগ্যভাবে বিনিয়োগকারীদের জন্য কাজ করতে পারবে না। ফরাস ভাই বুঝতে পেরেছিলেন। পরে তার প্রচেষ্টায় সিডিবিএলের সিংহভাগ শেয়ার নিয়েছিল বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলো। আমি কিছুদিন ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটির একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলাম। তিনি তখন ওই ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট এবং সে কারণে একাডেমিক কাউন্সিলেরও চেয়ারপারসন। শিক্ষাগত ইস্যুগুলো নিয়ে এবং ছাত্রদের কী শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত— এসব বিষয়ে তার উঁচু স্তরের জ্ঞান ছিল। ফরাস ভাই ছিলেন প্রথমে শিক্ষক, এর পরে সিভিল ব্যুরোক্রাট, তার পর প্রাইভেট ব্যক্তি, তার পর গভর্নর, তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং আমার জানামতে আজো তিনি পূর্ণকালীন শিক্ষার সঙ্গে জড়িত আছেন। সভা-সেমিনারে দেখা হলে হাত বাড়িয়ে সালাম দিই। তার সঙ্গে কথা হলে আমার অনেক ভালো লাগে।

আর ড. সালেহউদ্দিন— তিনিও ক্ষমতা আর জৌলুসের সেই সিভিল ব্যুরোক্রেসি ত্যাগ করে দরিদ্র জনগণের উন্নতির জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে, সেগুলোয় নিজের শ্রম দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এটি ছিল বিরাট আত্মত্যাগ। বার্ডের পর তিনি ক্ষুদ্রঋণের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংস্থা পিকেএসএফে যোগ দিয়েছিলেন। এ সংস্থার প্রধান কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে অনেক নাম কুড়িয়ে ছিলেন। তার পর সেই সংস্থা থেকে গেলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের পদে। আমরা যারা অর্থনীতির চর্চা করি, তাদের কাছে মনে হয়েছিল, সরকার একজন যোগ্য লোকের হাতেই বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। তিনি গভর্নর হওয়ার পর তার অফিসে গিয়ে দু-একবার আমি দেখা করেছি। মুদ্রানীতি, ডলার-টাকার বিনিময় হার ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেছি। তখন আইএমএফ তাদের সন্তানী অবস্থান থেকে কনট্রাকশনারি বা সংকোচনশীল মুদ্রানীতি গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের চাপ দিচ্ছিল। আমি ওই ধরনের মুদ্রানীতি গ্রহণ করলে বাংলাদেশ অর্থনীতির কী ক্ষতি হতে পারে, তা তুলে ধরে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলাম সংবাদপত্রগুলোতে। এক সভায় গভর্নর মহোদয় আমাকে পেয়ে বললেন, আবু আপনি তো দেখি আমাদের মুদ্রানীতির বড় সমালোচক! সমালোচনার বিষয়গুলো আমিও বুঝি। তবে ব্যক্তিখাত যাতে যথেষ্ট ঋণ পায়, সে দিকটি আমি দেখব। ড. সালেহউদ্দিন এর পর বললেন, আমাদের মুদ্রানীতি সম্প্রসারণমুখীও হবে না আবার সংকোচনমুখীও হবে না, এটি হবে প্রয়োজনমুখী বা নিড-বেজড। ড. সালেহউদ্দিন অত্যন্ত সফলভাবে আমাদের আর্থিক খাতের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্যাংকিং খাতে তদারকি তার সময়ে আরো সংহত হয়। আজো তার সঙ্গে সভা-সেমিনারে দেখা হয়। তিনি যখন বলেন, আবু কেমন আছেন? তখন মনটা জুড়িয়ে যায়। আমার জানামতে, তিনি আবার শিক্ষকতায় ফিরে এসেছেন। তার মতো লোকেরা সারা জীবনই অন্যদের জন্য শিক্ষক হিসেবে থাকবেন। শিক্ষকতার কোনো বয়স নেই। ফরাস ভাই ও সালেহ ভাই যত দিনই তাদের ছাত্রদের দিতে পারবেন, তত দিনই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের সেবা গ্রহণ করা উচিত।

লেখক : অর্থনীতিবিদ

নির্ভরযোগ্য বন্ধু সালু

■ ড. আইনুন নিশাত

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদকে আমরা ডাকতাম সালু বলে। তার অদ্ভুত কিছু গুণ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, সালেহউদ্দিন খুব বন্ধুবৎসল। সহপাঠীদের কারো কোনো ধরনের অসুবিধা হোক, সেটি আর্থিক বা শারীরিক— দ্রুত ছুটে যান তার কাছে। আমাদের বন্ধুদের কেউ সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, কেউবা অধ্যাপক বা ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার, কেউ আবার চা বাগানের ম্যানেজার। আবার উল্টোদিকে স্কুলের বন্ধুদের অনেকে সাধারণ কর্মচারী হিসেবেও কোথাও কাজ শুরু করেছেন। সবার সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে। বছরে তিন-চারবার আমরা একসঙ্গে মিলিত হই।

কারো কোনো ধরনের অসুবিধা হলে এবং তা সালেহউদ্দিনের কানে পৌঁছলে তিনি তখন সবাইকে একত্রিত করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। যদি আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে তিনি সবার কাছ থেকে চাঁদা তোলেন। যদি রক্তের প্রয়োজন হয়, তাহলে তার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যোগাযোগ করে দ্রুত রক্ত প্রদানের ব্যবস্থা নেন। সালেহউদ্দিন এখন নির্ভরযোগ্য বন্ধু। সুসময়ের বন্ধুর চেয়েও দুঃসময়ের বন্ধু হিসেবে তাকে আমি বেশি জানি। স্কুলে ছাত্রজীবনে আমি তার সঙ্গে দুই বছর পড়েছি।

এসব গুণাবলি তার ছাত্রজীবনেও ছিল। ছাত্রজীবনে আমাদের রাজনীতি ছিল না, দলাদলিও ছিল না। তার পরও বিভিন্ন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে ছাত্রদের তরফে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশ করা হতো। কাজটি সালেহউদ্দিন হাতে নিলে আমরা খুব নিশ্চিন্ত বোধ করতাম। ক্লাস রুমে অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের স্কুলের পাশেই বাসস্ট্যান্ড ছিল, অনর্থক শব্দ হচ্ছে। খেলার মাঠ ছোট। যে বিষয়ই হোক না কেন সালেহউদ্দিনের মধ্যে স্বাভাবিক নেতৃত্বের গুণাবলি ছিল এবং আছে।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। ক্লাসে মেধা মানের শীর্ষে যে ক'জন ছিলেন, তার মধ্যে তিনি ছিলেন। এর প্রতিফলন আমরা পরবর্তীতে দেখেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হয়ে সাফল্যের সঙ্গে অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। মাস্টার্সে সে প্রথম হয়েছিলেন। পাকিস্তান আমলে কঠিন কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে সিএসপি হয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর যেসব দায়িত্ব পালন করেছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্টের ডিজি, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর উল্লেখযোগ্য। এনজিও ব্যুরোর ডিরেক্টর জেনারেলও ছিলেন তিনি।

আমরা সবাই জানতাম সালেহউদ্দিন যে দায়িত্ব নেন, সেটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। এবং ওই প্রতিষ্ঠান তিনি এমনভাবে গড়ে তোলেন, যাতে ভবিষ্যতে তার অনুপস্থিতিতেও তা এগিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ সালেহউদ্দিনের হাতে প্রতিষ্ঠানটি পূনর্নির্মিত হয়। একটি নীতিবোধের ভিত্তিতে তিনি সেটি তৈরি করেন। সালেহউদ্দিনের নীতিবোধের বিষয়টিকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি।

সালেহউদ্দিন যথেষ্ট পড়াশোনা করেন। শিক্ষকতা তার প্রিয় পেশা। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির উপাচার্য থাকার সময় আমি যখন তাকে ব্র্যাকের শিক্ষক হিসেবে যোগদানের অনুরোধ করি, তখন তাতে সাড়া দেন। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিয়ে তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বইয়ের শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবের যোগাযোগ তৈরিতে তিনি তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছেন। তিনি একজন ভালো শিক্ষকও বটে। তার চাকরি জীবনের শুরু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা দিয়ে। এখন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতেই শিক্ষকতা করছেন।

একজন সরকারি কর্মকর্তার ছেলে হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়েছি। ক্লাস নাইনে এসে আমি ভর্তি হই কলেজিয়েট স্কুলে এবং তখন তার সঙ্গে পরিচয়। সালেহউদ্দিন, আমি এবং আমার মতো আরো ২০-৩০ জন যখন নতুন ঢাকা অঞ্চল অভিমুখে অঞ্চল থেকে স্কুলে যেতাম, তখন থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ। ক্লাস নাইন ও টেন আমরা একসঙ্গে পড়েছি। এর পর তিনি চলে যান ঢাকা কলেজে। আমি ভর্তি হই নটর ডেম কলেজে। তখনো যোগাযোগ হতো, নিয়মিত দেখা হতো। আমি ভর্তি হই বুয়েটে, তিনি ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু আমাদের যোগাযোগ কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি।

লেখক : সাবেক উপাচার্য, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

অনুকরণীয় ফরাসউদ্দিন

■ ড. মীজানুর রহমান

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে শুরু করে বর্তমান অবধি অর্থনৈতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে থেকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্ত এবং নেতৃত্বের যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক এ গভর্নর দেশের অর্থনীতির বিকাশের পথে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। গড়ে তুলেছেন শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, স্বাধীনচেতা ও জ্ঞানী চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে তিনি বেতন ও চাকরি কমিশনের সভাপতি হিসেবে নিয়োজিত। গুরুত্বপূর্ণ এ পদে থেকে সরকারি কর্মজীবীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও যথাযথ দেখভাল করে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ ও স্বচ্ছ

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

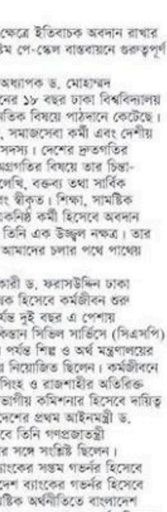

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

জনপ্রশাসন সৃষ্টি এবং আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখার ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছেন। অষ্টম পে-স্কেল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

অগ্রসরমাণ চিন্তা ও চেতনায় বিশ্বাসী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের ৪৪ বছর কর্মময় জীবনের ১৮ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনৈতিক বিষয়ে পাঠদানে কেটেছে। তিনি একজন অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবা কর্মী এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মী বাহিনীর সদস্য। দেশের দ্রুতগতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক অগ্রগতির বিষয়ে তার চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, গবেষণা, লেখালেখি, বক্তব্য তথা সার্বিক কর্মকাণ্ড সচেতন মহলে প্রশংসিত এবং স্বীকৃত। শিক্ষা, সামষ্টিক অর্থনীতি ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে অবদান রেখে চলেছেন। দেশের সুষ্ঠি সমাজে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার শিক্ষা, কর্মজীবন, অর্জন এবং আদর্শ আমাদের চলার পথে পাথেয় হয়ে সর্বদা অনুপ্রেরণা জোগায়।

ছাত্রজীবনে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ড. ফরাসউদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত দুই বছর এ পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে (সিএসপি) যোগদান করেন। ১৯৬৬-১৯৭৩ সাল পর্যন্ত শিল্প ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ফিস্ক্যাল আডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড প্ল্যানিংয়ে নিয়োজিত ছিলেন। কর্মজীবনে জামালপুরের এসডিও, বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও রাজশাহীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, করাচির অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রথম আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের একান্ত সচিব হিসেবে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সপ্তম গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে অনেক সংস্কারকাজ শুরু করেন। সামষ্টিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কারের প্রচলন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি মুদ্রানীতি ও ব্যাংকিং খাতে ব্যাপক মৌলিক সংস্কার সাধন করে ঋণবেলাপমুক্ত, সুস্থ, বলিষ্ঠ ও স্বচ্ছ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির ধারা সৃষ্টিতে অবদান রাখেন।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বর্তমানে তারই প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ছাড়াও ঢাকা সিটি কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিকসের গভর্নিং কাউন্সিল ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের সিনিয়র ফেলো এবং প্রতিষ্ঠানটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। এছাড়া ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য, ঢাকা সিটি কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ বেতন ও চাকরি কমিশন-২০১৩-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন একজন বড় মাপের অর্থনীতিবিদ, যার সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে সর্বজনবিদিত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য নির্মূলের পক্ষে তিনি জোরদার ভূমিকা পালন করেছেন। দেশের উন্নয়ন সম্ভাবনায় তিনি একজন আশাবাদী বিশ্লেষক। প্রতিবন্ধীসহ নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

নানা সময়ে দেশের অর্থনৈতিক সংকট এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করে অগ্রগতির চাকা সচল রেখেছেন। বলতে গেলে তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সীমাবেষার একজন অতন্দ্র প্রহরী। অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের এই সাফল্যমণ্ডিত জীবন দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজকে আরো গতিশীল যাত্রাপথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বদা অনুপ্রেরণা জোগাবে।

লেখক : উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

অনুপ্রেরণাদায়ী ফরাসউদ্দিন

■ ড. ইনামুল হক

১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত আমরা একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। সে সময় থেকে আমাদের বন্ধুত্ব। এখন পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে আছি এবং আমাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ হয়। আমাদের পদক্ষেপ নামে একটা সংগঠন আছে। এটা ফরাসের হাত ধরেই গড়ে উঠেছে। ফরাস আসলে গড়তে পছন্দ করে। ওর হাত ধরে ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক সংস্কারকাজ হয়েছে। সে অত্যন্ত মেধাবী একজন ছাত্র ছিল। অর্থনীতির মতো একটা কঠিন বিষয়ে সে পড়াশোনা করেছে। আমরা কিছু তখন একটা উত্তাল সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে আমরা লড়াই করছিলাম। আলাদা জাতি, আলাদা জাতিসত্তা নিয়ে আমরা ভাবছিলাম। তবে বিপরীত চিন্তার লোক যে ছিল না তা নয়। ফরাস, হারুন অথবা আব্দুল্লাহ আল বাশার, আমরা এখনো পদক্ষেপে আছি, তাদের সবার তখন একটা আলাদা অস্তিত্ব ছিল। তখন আমাদের যারা বন্ধু ছিল, তাদের লেখা ও মনন অন্য রকম ছিল। আমরা তখন একটা সংকটের সময় অতিবাহিত করছিলাম। মানুষ কিন্তু যখন একটা উত্তাল সময়ের মধ্য দিয়ে তার জীবন অতিবাহিত করে, তখন একটা চেতনা কাজ করে, যা স্বাভাবিক জীবনে কখনই আমরা দেখি না। স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় যেখানে কোনো ধরনের সংকট কাজ করে না, সেখানে কখনই সে চেতনা কিংবা মনন কাজ করে না। আমাদের জন্ম ব্রিটিশ শাসনামলে। এর পর আমরা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন দেখেছি। ১৯৫৮ সালে আমরা আইয়ুব খানের 'মার্শাল ল' দেখেছি। সে সময় থেকেই আমরা যারা মননশীলতাকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করেছি, তারা কেউই সেনা শাসনকে মেনে নিতে পারিনি। ফরাস নিজেও একই চিন্তাচেতনার মানুষ ছিল। তার শিকড় একই রকম। তখন আমরা দেখলাম, আমাদের ওপর পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক যে আগ্রাসন, সেটা চড়াও হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করার পর আমাদের মধ্যে চেতনা গড়তে শুরু করেছে, আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম, আমাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমরা আমাদের অধিকার থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি।

ফরাস ছাত্র ইউনিয়ন করত। আমি ছিলাম ছাত্রলীগে। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল, গড়ে উঠেছিল। তখন আমরা হলেই থাকতাম। ফরাস থাকত ঢাকা হলে, এখনকার মুহসীন হল আর আমি থাকতাম এফএইচ হল, পরবর্তীতে মুসলিম হল এবং বর্তমানে ফজলুল হক হলে। ফরাস অর্থনীতির ছাত্র, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। তার পরও কোথায় যেন আমাদের মধ্যে একটা মিল ছিল। তাছাড়া ফরাস এমন একজন মানুষ যে, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব অনেক সহজেই হয়ে যেত। কেননা সে খুবই নরম মনের মানুষ এবং আস্তে কথা বলত। এখন যতটা না ধীর-স্থির, ছাত্রজীবনে আরো ধীর-স্থির ছিল। পড়াশোনায় সে যথেষ্ট মনোযোগী ছিল; কিন্তু সে রাজনৈতিকভাবেও সচেতন ছিল।

এখন যে রকম বিসিএস হয়, তখন ছিল সিএসপি। সেখানে সে ভালো ফল করে টিকে গিয়েছিল। অর্থাৎ সে প্রমাণ করতে পেরেছিল যে, সে একজন ভালো ছাত্র। সে যখন সিএসপির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন সে আমার সহকর্মী ছিল। তখন থেকে তার সঙ্গে আমার একটা অন্য রকম সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বুয়েটে সে অর্থনীতি পড়াত। একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের ছাত্র আর নন-ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল; স্ট্যাটাস থেকে শুরু করে বেতনেও। এর পর সিএসপিতে ভালো ফল করে সে সরকারি চাকরি শুরু করল। আমি তো বুয়েটেই থেকে গেলাম। সে সরকারের চাকরি করত বলে সরকারের গোলাম হয়ে যায়নি। কারণ সেই চেতনা, যা ছাত্রজীবনে তৈরি হয়েছিল। তবে মুক্তিযুদ্ধের পর সে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত চেতনাটির হিসেবে কাজ করেছে। সে তার যোগ্যতা আরেকবার প্রমাণ করল। কেননা বঙ্গবন্ধু তাকে বিনা যোগ্যতায় দলে নেননি। তার যোগ্যতা ছিল বলেই তাকে নিয়েছিলেন। তার প্রশাসনিক দক্ষতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মেধা যাচাই করেই তাকে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর তার ওপর বিশ্বাস ছিল, আস্থা ছিল; যে বিশ্বাস সে রক্ষা করতে পেরেছিল। তখনো ভালো লোক চিনতে ভুল করতেন না। ভালো কাজে সবসময় তিনি উৎসাহ দিতেন।

ফরাস তার কর্মজীবনে যেখানেই গেছে, সেখানেই সে তার মেধার ছাপ রাখতে পেরেছে। সে যে গতানুগতিক চিন্তার মানুষ নয়, তা তার কাজে প্রমাণ হয়েছে বারবার। সে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ছিল, সরকারের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছে, এখনো করছে আর শিক্ষকতা তো তার নেশা। এখনো অবিরাম শিক্ষাবিদ হিসেবে কাজ করছেন। নতুন কিছু করার তাগিদ সবাইকে মাত্র মধ্যে ছিল এবং আছে। সে বাংলাদেশের স্বনামধন্য একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

সংস্কৃতিতে ফরাসের আগ্রহ অনেক বেশি। তার সঙ্গে কথা বললে বোঝা যাবে, সংস্কৃতি নিয়ে তার বিস্তর পড়াশোনা আছে। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও তার আগ্রহ অন্যদিকেও ছিল। সে নাট্যপ্রিয় একজন মানুষ। আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের তার আরেকটি বড় কারণ আমি নাটকের সঙ্গে জড়িত। আমার সম্পর্কে তার একটি লেখা আছে। অসাধারণ লিখেছে। পদক্ষেপ নামে যে সংস্কৃতি সে করেছে, সেটা করার কারণ ১৯৬৪ সালের ব্যাচকে একত্র করা। এটা একটা অসাধারণ কাজ। সংগঠন করা ও গড়ার মনোভাব তার ছিল অনেক আগে থেকেই। দেশের সেবা করতে সংগঠিত করতে হয়, সেটা ফরাস করতে পেরেছে। পদক্ষেপে আমরা যারা আছি, তারা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। কেউ বড় আমলা, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কেউ রাষ্ট্রদূত। আমাদের মেয়েবন্ধুদের মধ্যেও অনেকে নিজেদের প্রমাণ করেছে তাদের কর্মক্ষেত্রে। এটা প্রতিভার মিলন, যার মধ্যমণি আমাদের ফরাস। সে সব কাজের প্রথম হতে চেয়েছে। সেটা সে করতেও পেরেছে।

লেখক : নাট্য নির্দেশক, রচয়িতা, নাট্যব্যক্তিত্ব ও শিক্ষক

সফল গভর্নর সালেহউদ্দিন

■ সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার

আমি যখন বিশ্বব্যাংকের প্রোগ্রামে অগ্রণী ব্যাংকের হয়ে যাই, তখন সালেহউদ্দিন গভর্নর হবেন— এমন একটা সময়। তিনি ২০০৫ সালের মে মাসে গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পান। তিনি যখন দায়িত্ব পান, তখন বিশ্বব্যাপী মন্দা চলছে। সালেহউদ্দিন আহমেদ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছিলেন। তার দূরদৃষ্টি বাংলাদেশকে রক্ষা করেছিল মহাবিপর্যয় থেকে। বাংলাদেশ এতটুকুও আক্রান্ত হয়নি। সবাই মনে করেছিল বাংলাদেশে ধস নামবে। ইউরোপ-আমেরিকার মতো দেশগুলো ভুগেছিল সে সময়। কিন্তু সালেহউদ্দিনের বেশকিছু সিদ্ধান্তের কারণে আমাদেরকে বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়নি। আরেকটি বিষয়ে তিনি চেষ্টা করেছিলেন, তা হলো, সুদের হার এক অংকে নিয়ে আসা। নিট ইন্টারেস্ট মার্জিন যেটা এখন ৫ শতাংশ, সেটাকে ৩ শতাংশে নিয়ে আসতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এসব বিষয় তার বিচক্ষণতার প্রমাণ রাখে। বাংলাদেশের অর্থনীতি কিন্তু এর পর এগিয়েছে। আমরা পিছিয়ে যাইনি।

আমরা একই এলাকার বাসিন্দা। আমরা পুরান ঢাকায় থাকতাম। কলেজিয়েট স্কুলে পড়তেন সালেহউদ্দিন আর আমি সেন্ট গ্রেগরিতে। ম্যাট্রিক পাস করে আমি নটর ডেম কলেজ আর সালেহউদ্দিন ভর্তি হলেন ঢাকা কলেজে। তার পর আমরা একসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকোনমিকসে ভর্তি হই।

আমি পাস করেই আইইএ এমবিএতে ভর্তি হই। সালেহউদ্দিন শিক্ষকতা শুরু করলেন ইকোনমিকসে। তিনি এখনো শিক্ষকতা করছেন। ডিভিটি প্রফেসর হিসেবে মন্ট্রিয়ল বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো যাতায়াত আছে। তার দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার কথা তো আগেই বলেছি। অনেকে মনে করেন আমি বন্ধু হিসেবে এ কথা বলছি, কিন্তু তার কাজের ভিত্তিতেই আমি বলছি, তিনি বাংলাদেশের অন্যতম সফল একজন গভর্নর। আমার ব্যাংকিং জীবনে আমি তাকে এভাবেই পেয়েছি।

লেখক : ব্যাংকার

দুই মহীরুহ

■ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

ব্যাংকিং খাতের এ বিশাল ও সুদৃঢ় অবস্থান গড়তে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এ.এস.এম রামিদুল্লাহ, মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, সেকন্দর বখত চৌধুরী, খোরশেদ আলম, লুৎফর রহমান সরকার, ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ও ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এবং বর্তমানে নেতৃত্বে আছেন ড. আতিউর রহমান। তাদের সবার কাছেই আমরা ঋণী। তাদের মধ্যে যারা দুনিয়ায় নেই, তাদের কর্মের মধ্যে আমাদের জন্য প্রেরণার বাতিঘররূপে তারা বেঁচে আছেন।

এ দুই কান্ডারী বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের আধুনিকায